

হুমায়ুন আজাদ চোখ খুলেছেন : কিছুটা কথা বলতে পারছেন



প্রতীক ইজাজ : দুর্ভাগ্যবশত হামলায় মারাত্মক আহত দেশপ্রিয় বরেণ্য কথাসিঙ্গী অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের জ্ঞান ফিরেছে। তিনি চোখ খুলেছেন ও পরিবার-স্বজনদের চিনতে পারছেন। কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য সংযুক্ত ভেন্টিলেটর খুলে নেওয়া হয়েছে এবং নাকে নল দিয়ে তাকে তরল খাবার খাওয়ানো হচ্ছে। তবে তিনি কিছুটা কথাবার্তা বলতে পারলেও তা এখনো অস্পষ্ট। এখনো থেমে থেমে মাস্ক ব্যবহারের মাধ্যমে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে তাকে। স্পর্শে সাড়া দিলেও এখনো হাত-পা নাড়াতে অক্ষম। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা তার অবস্থার কিছুটা উন্নতির কথা বললেও তিনি এখনো শঙ্কামুক্ত নন বলে তারা জানিয়েছেন। আর উৎকর্ষিত পরিবার দাবি করেছে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সযোগে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার।

অন্যদিকে আহত হওয়ার টানা চারদিন পর গতকাল বুধবারই প্রথম প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া অধ্যাপক আজাদকে হাসপাতালে দেখতে যান। সেই সঙ্গে তার শয্যাপাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককে। গিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদও। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর অধ্যাপক আজাদের শারীরিক অবস্থা বর্ণনা করে গতকাল দ্বিতীয়বারের মতো সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এর আগে গত মঙ্গলবার চিকিৎসকদের নির্ধারিত ৭২ ঘণ্টা পার হওয়ার পর প্রথমবারের মতো তারা শারীরিক অবস্থার বর্ণনা দেন।

হাসপাতালের বিভিন্ন সূত্র, অধ্যাপক আজাদের পরিবার ও তাকে দেখতে যাওয়া শ্রুতার্থীদের কাছে থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে টানা ৪ দিন অচেতন থাকার পর গতকালই প্রথম অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের জ্ঞান ফিরেছে। এর আগে চিকিৎসকরা কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য সংযুক্ত ভেন্টিলেটরটি সরিয়ে নেন এবং মাস্ক ব্যবহারের মাধ্যমে থেমে থেমে অক্সিজেন দিতে থাকেন। হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, তিনি চোখ খুলেছেন এবং পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের চিনতে পারছেন। তার মুখের ব্যান্ডেজ খুলে নেওয়া হলেও মূল আঘাতপ্রাপ্ত চোয়ালের ব্যান্ডেজটি এখনো রয়েছে। তাকে নাকে নল দিয়ে তরল খাবার খাওয়ানো হচ্ছে। তার শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচাপ, শরীরের তাপমাত্রা ও পালস স্বাভাবিক।

সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অবস্থা উন্নতির দিকে হলেও এখনো তিনি শঙ্কামুক্ত নন। কারণ হিসেবে

তারা জানান, যেহেতু ঘাড়ের আঘাতটি ছিল মারাত্মক এবং তাতে জটিল অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তাই তা এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। তাদের মতে, স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছতে বিস্তর সময়ের প্রয়োজন। বিশেষ করে তার চোয়ালে আঘাত ও অস্ত্রোপচারের ফলে মুখের অধিকাংশ দাঁতই হারাতে হয়েছে তাকে। চিকিৎসকরা জানান, এর ফলে কথা বললেও এখনো তা অস্পষ্ট। তবে তিনি এখনো নড়াচড়া ও স্বাভাবিকভাবে তাকাতে পারছেন না বলে জানা গেছে।

তার পরিবার খুব শিগগিরই অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়ার দাবি জানিয়েছে সরকারের কাছে। একই দাবি বর্বর এই হামলার প্রতিবাদে আন্দোলনরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরও। দাবির পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে এসব মহল বলেছে, যেহেতু জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন চিকিৎসকরা, তাই এখন এয়ার অ্যাম্বুলেন্সযোগে তাকে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হোক। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, গতকাল অধ্যাপক আজাদকে দেখতে গেলে এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গতকালই প্রথম পরিবারের বাইরের কাউকে অধ্যাপক আজাদকে দেখার অনুমতি দিয়েছে। দুপুর সোয়া ১২টায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া হাসপাতালে তাকে দেখতে যান। এ সময় প্রধানমন্ত্রীকে তিনি গতকালের তারিখ জিজ্ঞেস করেন। এ সময় তার চোখে জল ছিল বলে পরিবার জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তার শয্যাপাশে কিছুক্ষণ সময় কাটান এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। এ সময় তার শয্যাপাশে তার বোন নাজমা কবীর ও ভাই মঞ্জুর কবীর উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক আজাদ তাদের চিনতে পেরেছেন বলে পরিবারের সদস্যরা দাবি করেছেন। এর পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এস এম এ ফায়েজ ও প্রো-ভিসি অধ্যাপক ইউসুফ হায়দারকে তার শয্যার পাশে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শিক্ষকদ্বয় তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে হাসপাতালে অপেক্ষারত সাংবাদিকদের বিস্তারিত কিছু জানাননি। সংক্ষিপ্ত এক উত্তরে তারা বলেন, অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককেও গতকালই প্রথম অধ্যাপক আজাদকে দেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি বেশ কিছুক্ষণ তার শয্যাপাশে কাটান এবং হাত-পা নাড়েন। এ সময় 'কেমন আছেন'-জিজ্ঞেস করলে তিনি কোনো উত্তর দেননি বলে জানান। অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক এ প্রসঙ্গে ভোরের কাগজকে বলেন, সকালের দিকে অবস্থা কিছুটা ভালো থাকলেও দুপুরে কিছুটা অবনতি হয়েছে। মুখের বড়ো ব্যান্ডেজটি খুলে নেওয়া হলেও চোয়াল ও ঘাড়ের ব্যান্ডেজটি এখনো খোলা হয়নি। তিনি আরো জানান, তখন তার নাকে নল দেওয়া ছিল এবং অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল।

সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, হাসপাতালের প্রধান সার্জন ব্রি. জে. জাফর উল্লাহর মতে, ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে বলে এখন তিনি স্পর্শে সাড়া দিচ্ছেন না এবং কথাও বলতে পারছেন না। প্রধান সার্জন তাকে এও জানিয়েছেন, অবস্থার উন্নতি হলেও তার অবস্থা এখনো শঙ্কামুক্ত নয়। অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক তার পরিবারের দাবি সমর্থন করে বলেন, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে এখন তাকে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং খুব শিগগিরই তা করতে হবে।

এদিকে গতকাল হাসপাতালে সরজমিন গিয়ে অধ্যাপক আজাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কিছুটা স্থিতি ভাব দেখা গেলেও ভীষণ উৎকর্ষিত দেখা গেছে তাদের। তার বোন নাজমা কবীর ভোরের কাগজকে বলেন, এখন প্রয়োজন উন্নত চিকিৎসার জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়া। পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে স্ত্রী লতিফা কোহিনূর, দুই কন্যা ও একমাত্র ছেলেকে হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে দেখা গেছে। বেশ কয়েকজন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে এ সময় তারাও তসবিহ গুনছিলেন এবং কেউ কেউ কুরআন

পাঠ করছিলেন।

এ সময় হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তবে সিএমএইচ ঢাকার কমানডেন্ট ব্রি. জে. মাসুদুর রহমানের উদ্বৃতি দিয়ে একটি সূত্র জানিয়েছে, অধ্যাপক আজাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সর্বশেষ কাগজপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তার অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তবে ঘাড়ের পেছনের গভীর আঘাতটিই ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। তার উদ্বৃতি দিয়ে সূত্র আরো জানায়, এখনো স্বাভাবিক নয় বলে তাকে নল দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে এবং মুখে দাঁত নেই বললেই চলে। তাই তার কথাও অস্পষ্ট। অবস্থা স্বাভাবিক হতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) গতকাল দুপুরে অধ্যাপক আজাদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে তাদের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গতকাল সকালে কয়েকজন সিনিয়র বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত হাসপাতালের চিকিৎসক দল তার শরীর পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার পালস, তাপমাত্রা ও রক্তচাপ স্বাভাবিক। কোনো কিছুর ওপর ভর করে বসতে এবং লোকজনকে চিনতে পারছেন। নল দিয়ে তাকে তরল খাবার দেওয়া হচ্ছে। তার অবস্থার দ্রুত উন্নতি হলেও স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগবে। এর আগে গত মঙ্গলবার আইএসপিআর প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে অধ্যাপক আজাদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানায়।

Source: http://www.bhorerkagoj.net/archive/04_03_04/news_0_3.php